Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাছরিন আক্তার

রোলঃ 228020405

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাছরিন আক্তার

রোলঃ 228020405

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাছরিন আক্তার, আইডিঃ 228020405 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

নাছরিন আক্তার

আইডিঃ 228020405

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

আল্লাহর অশেষ রহমত ও অনুগ্রহে আমি এই গবেষণা সম্পন্ন করতে পেরেছি। গবেষণা কাজটি শেষ করতে গিয়ে যাঁরা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিশেষভাবে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদ কে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। যাঁর দিকনির্দেশনা ছাড়া এই কাজটি সম্ভব হতো না।

এছাড়া পরিবার, সহপাঠী এবং বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, যাঁরা মানসিকভাবে পাশে ছিলেন।

উৎসর্গ

আমার একমাত্র সন্তান (রায়িদ মাহমুদ) কে।

যার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, নিষ্পাপ হাসি এবং প্রতিদিনের সাহচর্য আমার জীবনের প্রেরণা।

আল্লাহ যেন তাকে দ্বীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞানে সমৃদ্ধ একজন সৎ ও নেককার আল্লাহর পছন্দের বান্দা হিসেবে গড়ে তোলেন।

আমিন।

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণাপত্রে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বর্তমান বাস্তবতায় এর চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঐক্যের ধর্মীয় ভিত্তি তুলে ধরা হয়েছে, পাশাপাশি ইতিহাস থেকে উদাহরণ ও আধুনিক সমস্যার বাস্তব প্রেক্ষাপটও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, ঐক্য শুধু একটি সামাজিক দাবি নয় বরং তা ইসলামের মৌলিক আহ্বানের অংশ। ইসলামের সৌন্দর্য ও শক্তি ঐক্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এই থিসিসে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে কী বাধা রয়েছে, তা চিহ্নিত করে সমাধানমূলক করণীয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রটি মুসলিম সমাজে ঐক্যবদ্ধ চেতনা জাগিয়ে তুলতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করি।

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ِ

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে কলুষহীন, উদার ও সহজ-সরল একটি দ্বীন, দিয়ে পাঠিয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের সর্দার ও নবী মুহাম্মদের ﷺ উপর; তিনি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার পথ দেখিয়েছেন এবং ঘৃণা ও শত্রুতা থেকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন।

এ কঠিন সময়ে মুসলিম উম্মাহর একতা ও সংহতি খুবই জরুরি। কারণ, মুসলিমদের অনৈক্য, বিক্ষিপ্ততা ও দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে শত্রুরা উম্মাহর উপর সবদিক থেকে একের পর এক আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিমদের উপর আজ চারদিক থেকে কাফির, মুশরিক ও মুলহিদরা আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি অনেক দেশে মুসলিমরা সমূলে ধ্বংসের উপক্রম। এ করুন সময়ে নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য মুসলিম উম্মাহের ঐক্যের কোন বিকল্প নেই।
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা স্মরণ করো আল্লাহর সেই অনুগ্রহ, যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে সৌহার্দ্য সৃষ্টি করলেন, ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে অগ্নিকুণ্ডের ধারে, অতঃপর তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন, যেন তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও।"[1]

[1] [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এক উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে ঐক্য ও সহানুভূতির বন্ধন সৃষ্টির নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের সুত্রে আবদ্ধ করে।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ এক চরম সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। একদিকে রয়েছে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, ধর্মীয় বিভাজন, সামাজিক বৈষম্য; অন্যদিকে রয়েছে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, সংস্কৃতির আগ্রাসন ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি। এই বাস্তবতা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও অগ্রগতিকে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করছে।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং বিভেদের কারণ, পরিণতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার কার্যকর পন্থা বিশ্লেষণ করা। যাতে সমকালীন মুসলিম বিশ্ব একটি সম্মিলিত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামের প্রকৃত আদর্শে ফিরে আসতে পারে।

পটভূমি

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, যা শুধু ব্যক্তিগত নয় বরং সামষ্টিক জীবনেও শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের বার্তা দেয়। মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে একটি উম্মাহ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও সংহতির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। অথচ বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ বিভক্তির ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। নানা রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও মতাদর্শগত কারণে মুসলিমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যার পরিণতিতে তারা দমন-পীড়ন, অপমান, ও দুর্বলতার শিকার হচ্ছে।
ইতিহাসে দেখা যায়, যখনই মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ থেকেছে, তখনই তারা নেতৃত্ব দিয়েছে বিশ্ব সভ্যতাকে। আবার যখনই তারা পরস্পর দ্বন্দ্বে জড়িয়েছে, তখন তারা রাজনৈতিকভাবে পরাধীন, অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া এবং সামাজিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। অতএব, বর্তমান বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। এই গবেষণায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঐক্যের গুরুত্ব, ঐক্যহীনতার পরিণতি এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার বাস্তবমুখী করণীয় বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বরং মুসলিম সমাজে বাস্তব পরিবর্তনের একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করার প্রত্যাশা নিয়ে তৈরি।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্যের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব তুলে ধরা এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করা। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ যে বিভাজনের শিকার, তার কারণ ও পরিণতি অনুধাবন করে একটি কার্যকর ও বাস্তবসম্মত সমাধান প্রস্তাব করা এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে এই গবেষণায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

১. মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্ব ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ।

২. ঐক্যহীনতার ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিণতি চিহ্নিত করা।

৩. ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা ও তা দূরীকরণের উপায় আলোচনা।

৪. কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার বাস্তবমুখী করণীয় নির্ধারণ।

5. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহ অভ্যন্তরীণ বিভেদ, মতপার্থক্য, সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও রাজনৈতিক মতানৈক্যের কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এক সময়ের নেতৃত্বদানকারী মুসলিম জাতি আজ জাতিসংঘ, পশ্চিমা জোট কিংবা অমুসলিম শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ইসলামের যে শিক্ষা মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর পথ অনুসরণের নির্দেশ দেয়, তা বাস্তবে অনুপস্থিত। এই বিভক্তির পেছনে রয়েছে অজ্ঞতা, দলাদলি, মাজহাবীয় সংকীর্ণতা ও দুনিয়াপ্রীতির মতো বহু কারণ।

এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্ব ও তা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। এ গবেষণার মাধ্যমে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরামের জীবনাদর্শ ও ইসলামী ইতিহাস থেকে ঐক্যের গুরুত্ব ও বিভেদের পরিণতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন সম্ভব। এছাড়াও, এ গবেষণা বর্তমান প্রজন্মকে ঐক্যের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে এবং উম্মাহকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলার চিন্তা জাগাতে পারে।

অতএব, মুসলিম উম্মাহর উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও ইসলামী পরিচয় রক্ষার স্বার্থে এই গবেষণা সময়োপযোগী ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

কোনো গবেষণারই কিছু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা থাকে, যা গবেষণাকে প্রত্যাশিত মাত্রায় বিস্তৃত করতে অন্তরায় হয়। বর্তমান গবেষণাটি "মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব" বিষয়ে হলেও কিছু বাস্তব ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে গবেষণার পরিধি কিছুটা সীমিত রাখা হয়েছে।

প্রথমত, সময়ের সীমাবদ্ধতা একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্ত উৎস থেকে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, সকল প্রাসঙ্গিক ইসলামী বই ও গবেষণাপত্র সহজলভ্য না হওয়ায় তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণে কিছু ঘাটতি থেকে গেছে। তৃতীয়ত, অনলাইনের বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত হাদীস ও আয়াতসমূহের রেফারেন্স যাচাইয়ে সময়সাপেক্ষতা ও বিভ্রান্তির সম্ভাবনা ছিল, যদিও যতদূর সম্ভব তা নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে যাচাই করা হয়েছে।

তাছাড়া গবেষণাটি মৌলিক হলেও ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ববর্তী কিছু কাজের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে, যেটি নতুনতাকে কিছুটা সীমিত করেছে।

মুসলিম উম্মাহর পরিচিতি ও প্রকৃতি

উম্মাহ শব্দটি আরবি 'أمة' (উম্মাহ) থেকে এসেছে, যার অর্থ জাতি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী। ইসলামী পরিভাষায় উম্মাহ বলতে সেই সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়, যারা এক আল্লাহ, এক রাসূল ﷺ, এক কিতাব এবং একই দ্বীনের অনুসারী। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

"তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবতার কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহতে বিশ্বাস রাখো।"[2]

মুসলিম উম্মাহর প্রকৃতি হলো ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত একটি সর্বজনীন জাতি। উম্মাহ কেবল একটি ধর্মীয় পরিচয় নয়, বরং এটি একটি জীবনব্যবস্থা, যার ভিত্তি হলো তাওহীদ, নবুওয়ত ও আখিরাতে বিশ্বাস।

মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের মতো।

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়।[3]

কুরআনে বলা হয়েছে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পরের ভাই।" [4]

মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার কল্যাণ।

---

[2] [সূরা আলে ইমরান: ১১০]

[3] [মুসলিম ৪৫/১৭, হাঃ ২৫৮৬, আহমাদ ১৮৪০১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৭৩,সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬০১১]

[4] [— সূরা হুজরাত: ১০]

উম্মাহর পরিচয় কোনো দেশ বা বর্ণের ভিত্তিতে নয়; বরং এটি ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গঠিত।

রাসূল ﷺ বলেন:

“হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতিপালক একজন। তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।” [5]

[5] [মুসনাদ আহমদ: ২৩৪৮৯; সহীহ তিরমিযী: ৩৯৫৫]

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য

“ঐক্য” শব্দটি আরবি “وَحْدَة (ওয়াহ্দাহ)” শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ একতা বা একত্রিত হওয়া। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐক্য হলো—সমস্ত মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য এবং কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে অভিন্ন চিন্তাধারা ও কর্মপন্থায় চলার দৃঢ় প্রত্যয়। ইসলামে ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঐক্য শুধুমাত্র বাহ্যিক মিল বা জমায়েত নয়, বরং এটি অন্তরের আন্তরিকতা, উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা, বিশ্বাস ও নীতিগত মিলের প্রতিফলন। ইসলামের শিক্ষা হলো, মুসলমানদের এমনভাবে একত্রিত থাকতে হবে যেন তারা একটি দেহের মতো হয়—যার এক অঙ্গ ব্যথা পেলে পুরো দেহে তা অনুভূত হয়।

ঐক্য ইসলামের এমন একটি ভিত্তি, যা মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করে তোলে, বিভাজন ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর রহমত লাভের যোগ্য করে তোলে। ইসলামী ঐক্য কুরআন, সুন্নাহ, কিবলা, রসূল ও উম্মাহর অভিন্ন স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ঐক্যের ব্যাপারে ইসলামে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ হলো জামায়াত। এটা একটা ফরজ ইবাদাত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলছেন তাই এটা মেনে চলা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।
সূরা আলে ইমরান ১০৩নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর স্মরণ করো আল্লাহর সেই অনুগ্রহ, যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন—যখন তোমরা ছিলে একে অপরের শত্রু, তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করলেন; ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের এক খাদের কিনারায়—তিনি

তা থেকে তোমাদের রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দেন, যাতে তোমরা সৎপথে চলতে পারো।”[6]

এই আয়াতটি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব বোঝাতে সবচেয়ে জোরালো দলিলগুলোর একটি।

আল জামায়া একটি কলবী এত্বেকাদী ইবাদাত। ঈমানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এটা বিশ্বাস করতে থাকি সব মুসলমান আমার ভাই। আমার সাথে তার মতের অমিল আছে কিন্তু, আমরা একদল, সে দলের নাম ইসলাম। তাহলে আমরা জামায়াতের ফরজ ইবাদাতটা পালন করতে পারি।

ইকত্বেলাফ (মতভেদ) ইফতেবাদ (বিচ্ছিন্নতা, বিভক্তি) এক না। মতভেদ থাকবেই। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, বাবা-মার মধ্যেও মতভেদ আছে এজন্য এরা বিচ্ছিন্ন হয়না। মতভেদ মানবীয় প্রকৃতি। মতভেদ নিন্দনীয় নয় কখনো নন্দনীয় হতে পারে।

তবে বিচ্ছিন্নতা সর্বাবস্থায় হারাম এবং নিন্দনীয়।

নু’মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু’মিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়।[7]

অথচ, এখন আমরা নিজেদের নিয়ে এতো ব্যস্ত বিশ্বের উম্মাহ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তার জন্য কিছুই করছিনা।ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইবোন দেরকে কিভাবে পাখির মতো মারতেছে,ঘরহারা করতেছে।

আমরা এখন জামাআত থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।

---

[6] সূরা আলে ইমরান :(১০৩)

[7] [সহীহ বুখারীর:৬০১২,মুসলিম ৪৫/১৭, হাঃ ২৫৮৬, আহমাদ ১৮৪০১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৭৩)

হাসান ইবনু রাবী (রহঃ) ... ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি তার আমীরের মধ্যে এমন কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে, যা সে অপছন্দ করে তবে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে এক বিঘত (কিঞ্চিৎ পরিমাণ) সরে গেল এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল (তার মৃত্যু) জাহেলিয়তের মৃত্যু।[৪]

সাহাবীদের মধ্যেও ফিকহ বিষয়ে ইখতিলাফ ছিলো তবে ইখতিলাফের জের ধরে তাদের কখনো দলাদলি করতে দেখা যায়নি। কারণ, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ধরে রাখা ফরজ। ইখতিলাফকে কখনো উম্মতের বিভক্তির কারণ বানানো যাবে না।

আমাদের আল্লাহ এক, রসূল ﷺ এক, কালেমা এক, কোরআন এক, কিবলা এক। তাহলে আমাদের মাঝে কেন এত মতপার্থক্য থাকবে!দিনের সবচেয়ে মজবুত আমল উন্মতের প্রতি ভালবাসা।

---

[৪] [সহীহ মুসলিম(ইসলামিক ফাউন্ডেশন) :৪৬৩৭]

ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য

ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এক গৌরবময় অধ্যায়। ইসলামী সমাজের গোড়াপত্তন থেকেই ঐক্য একটি মৌলিক ও অপরিহার্য ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আবির্ভাব ও তাঁর নবুয়তের মাধ্যমে মানবজাতিকে যে জীবনব্যবস্থার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তার অন্যতম প্রধান স্তম্ভই হলো মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব।

১. মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও মদিনা সনদ:

রাসূল ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় যে রাষ্ট্র গঠন করেন, তা ছিল ঐক্য ও সহাবস্থানের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। মদিনা সনদের মাধ্যমে মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য গোষ্ঠীকে একটি রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় এনে তিনি সাম্য, সহনশীলতা ও পারস্পরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিমদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য রাসূল ﷺ মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ঘোষণা দেন, যা ঐক্যের অসাধারণ নিদর্শন।

২.খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে ঐক্য:

রাসূল ﷺ এর ইন্তেকালের পর সাহাবিগণ আবু বকর (রা.)-কে খলীফা নির্বাচিত করেন, যা মুসলিম সমাজের ঐক্য ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সূচনা করে। উমর (রা.)-এর সময়কালে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, যার শাসনব্যবস্থা ছিল ন্যায়নিষ্ঠ ও কেন্দ্রীয়। উসমান (রা.)-এর কালে কুরআনের লিখিত সংকলন করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে কোনো বিভ্রান্তি না হয়। এ যুগে ঐক্যের ভিত্তিতে মুসলিমরা পূর্বে পারস্য ও পশ্চিমে মিশর ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য জয় করে।

৩. উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে ঐক্যের শক্তি:

উমাইয়া খেলাফত (৬৬১–৭৫০ খ্রিঃ) একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় খেলাফত ছিল। এর শাসকরা ইসলামি বিশ্বকে একীভূত করে প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা ও সেনাবাহিনী একক কাঠামোতে পরিচালনা করতেন। আব্বাসীয় খেলাফতের (৭৫০–১২৫৮ খ্রিঃ) সময় ‘বাইতুল হিকমা’ প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা, দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলিমরা যে অবদান রেখেছে, তা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থারই ফসল। এই যুগে মুসলিমরা বিশ্বের বিদ্যাবত্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

৪.অটোমান খেলাফত ও ইসলামি ঐক্য:

অটোমান সাম্রাজ্য প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে (১২৯৯–১৯২৪ খ্রিঃ) মুসলিম উম্মাহর খেলাফতের প্রতিনিধিত্ব করে। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও অঞ্চলের মুসলিমরা এক নেতৃত্বের অধীনে থেকে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত। পবিত্র নগরী মক্কা-মদীনার রক্ষণাবেক্ষণ এবং হজ ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধান এই ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন।

৫. ঐক্যের পতন ও বিভক্তির পরিণাম :

১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্কের হাতে খেলাফতের বিলুপ্তি মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি গভীর ধাক্কা ছিল। এর ফলে মুসলিম বিশ্ব বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো সহজেই মুসলমানদের শাসন করতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সব ক্ষেত্রেই মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলিম উম্মাহ যখন ঐক্যবদ্ধ থেকেছে তখনই তারা ছিল নেতৃত্বদানকারী জাতি। আর বিভক্ত হয়ে পড়লে তারা দুর্বল, অপমানিত ও নির্যাতিত হয়েছে। অতএব, ঐক্য হচ্ছে মুসলিম জাতির শক্তির মূল উপাদান এবং বিভক্তি ধ্বংসের পূর্বসূত্র। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়—ঐক্যই মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণ।

সমকালীন মুসলিম বিশ্বের বাস্তবতা

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ এক চরম সংকটময় বাস্তবতার মুখোমুখি। একদিকে তারা সংখ্যায় প্রায় দুইশো কোটি হলেও, অন্যদিকে তারা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ভাবে নানা বিভাজনের শিকার। মুসলিম বিশ্বে দ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ, বিভাজন, পশ্চিমা প্রভাব ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণে ঐক্যের বদলে বিশৃঙ্খলা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১. রাজনৈতিক বিভক্তি ও শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, গণতন্ত্রহীনতা, স্বৈরশাসন এবং বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গৃহযুদ্ধ, যেমন সিরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া ইত্যাদিতে কোটি কোটি মুসলমানের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

২. ধর্মীয় মতভেদ ও মাজহাবগত বিভাজন শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব, মাজহাবগত সংকীর্ণতা এবং একে অপরকে অমুসলিম সাব্যস্ত করার প্রবণতা মুসলিম ঐক্যের বড় অন্তরায়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا "তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" [9]

৩. জ্ঞান ও গবেষণায় পশ্চাৎপদতা এক সময় মুসলিমরাই ছিল জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগামী। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলিম দেশ শিক্ষায় পিছিয়ে, গবেষণায় প্রায় অনুপস্থিত। আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে অমুসলিম বিশ্ব নেতৃত্ব দিচ্ছে।

৪. পশ্চিমা সংস্কৃতি ও মিডিয়ার প্রভাব পশ্চিমা মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণে মুসলিম সমাজে ইসলামী চিন্তা ও মূল্যবোধে ভাঙন সৃষ্টি হচ্ছে। মিডিয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়ায় এবং নিজেদের মূল্যবোধ মুসলিম তরুণদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করে।

৫. অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দুর্নীতি মুসলিম বিশ্বের একাংশ ভীষণ ধনী, আবার অনেকে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। দুর্নীতি, অনিয়ম ও সম্পদের সঠিক বণ্টনের অভাবে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৬. একতা ও নেতৃত্বের অভাব সমগ্র উম্মাহর একটি সম্মিলিত নেতৃত্ব নেই। যার ফলে উম্মাহর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না। পারস্পরিক আস্থা ও সহানুভূতি না থাকলে একটি জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

৭. ইসলাম থেকে দূরত্ব সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো মুসলিমদের বড় অংশই ইসলামের মূল আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

---

[9] [—সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

সাওবান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। এক ব্যক্তি বললো, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ কি এরূপ হবে? তিনি বললেনঃ তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের পক্ষ থেকে আতঙ্ক দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে ভীরুতা ভরে দিবেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! 'আল-ওয়াহন' কি? তিনি বললেনঃ দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।[10]

সমকালীন মুসলিম বিশ্বের বাস্তবতা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও হতাশার কিছু নেই। অতীতে মুসলিম উম্মাহ বহু কঠিন সময় পার করে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। যদি মুসলিমগণ একতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, ইসলামি আদর্শে ফিরে আসে এবং জ্ঞান ও নেতৃত্বে অগ্রসর হয়, তাহলে পুনরায় উম্মাহ তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে ইন শা আল্লাহ।

[10] [—আবু দাউদ, হাদীস: ৪২৯৭]

বিভেদের নিষেধাজ্ঞা

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও ঐক্যের শিক্ষা দেয়। এর বিপরীতে, মুসলিমদের মধ্যে দলাদলি, মতানৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করা কুরআন দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামী সমাজে ঐক্য বজায় রাখা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ দাবী। কুরআন ও সুন্নাহতে এই বিষয়ে বারবার কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।
কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছে, স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেও। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"[11]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী জাতিদের উদাহরণ দিয়ে মুসলমানদের সতর্ক করেছেন, যেন তারা তাদের মতো বিভেদে না জড়ায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথনির্দেশ পাওয়ার পরও যারা ভ্রষ্ট হয় এবং একতা থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের পরিণতি ভয়াবহ।

অন্য আয়াতেও আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

"তোমরা বিবাদে জড়িও না, তা হলে তোমরা ব্যর্থ হবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।"[12]

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বিভেদ ও বিবাদ শুধু পারস্পরিক সম্পর্কই নষ্ট করে না; বরং এটি একটি জাতির শক্তি ও মর্যাদাকেও ধ্বংস করে দেয়।

হাদীসের আলোকে নিষেধাজ্ঞা:

[11] [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৫]

[12] [সূরা আনফাল, আয়াত ৪৬]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও ঐক্যের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং হিংসা, বিদ্বেষ ও বিভেদের কঠোরভাবে বিরোধিতা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ ইবনু কা'নাব (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর ধোকাবাজি করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশে অগোচরে শত্রুতা করো না এবং একে অন্যের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের চেষ্টা করবে না। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে অপদস্ত করবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না। তাকওয়া এখানে, এ কথা বলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার তার বক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় জ্ঞান করে। কোন মুসলিমের উপর প্রত্যেক মুসলিমের জান-মাল ও ইযযত-আবরু হারাম।[13]

[13] [সহীহ মুসলিম(হাদিস একাডেমি :৬৪৩৫)] (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৩০৯, ইসলামিক সেন্টার ৬৩৫৮)

বিভেদের পরিনতি

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসলিম উম্মাহ যতবারই বিভাজিত হয়েছে, ততবারই তারা দুর্বল হয়েছে, উপনিবেশে পরিণত হয়েছে এবং শত্রুর হাতে পরাজিত হয়েছে।বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শত্রুরা মুসলিমদের মাঝে ফাটল ধরায়।

ইসলামে ঐক্যকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি বিভেদ ও মতভেদের পরিণতি সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। বিভক্তি মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল করে, সম্মান ক্ষুন্ন করে এবং দ্বীন থেকে বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায়। কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস—তিনটিই বিভেদের পরিণতি সম্পর্কে একমত।

১. কুরআনের দৃষ্টিতে বিভেদের পরিণতি

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
“তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।”[14]

এই আয়াতটি মুসলমানদের সতর্ক করে দিচ্ছে যেন তারা পূর্ববর্তী জাতিদের মতো বিভেদে না জড়ায়।

২. হাদীসের আলোকে বিভেদের পরিণতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"আমার উম্মাহ ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাবে।”
সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সেই দল কোনটি?

[14] — [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৫]

তিনি বললেন, “ যারা আমার ও আমার সাহাবিদের পথ অনুসরণ করে।”[15]

এ হাদীস মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং সতর্ক করে দেয় যে, সত্যিকারের দলটি হবে যারা রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের পথ অনুসরণ করবে।

আরেক হাদীসে এসেছে:

"যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়, সে যেন ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করল।”[16]

এছাড়াও রাসূল ﷺ বলেন:

"তোমরা জামাআতের সঙ্গে থাকো এবং দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকো। কেননা শয়তান এক ব্যক্তির সঙ্গে থাকে, দুই ব্যক্তির থেকে সে দূরে থাকে।”[17]

৩.সমসাময়িক বাস্তবতায় বিভেদের ক্ষতি

আজকের মুসলিম বিশ্বেও বিভক্তি প্রকট। মাজহাব, দল, গোষ্ঠী, জাতি, রাজনীতি ইত্যাদি ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে মুসলিম উম্মাহ। এর ফলে ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, সিরিয়া, ইয়েমেনের মুসলমানরা নির্যাতিত, অথচ উম্মাহ এক হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের অভাবে মুসলমানরা শুধু সংখ্যায় বড়, প্রভাবে দুর্বল।

---

15 [সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৪৫৯৭; সুনান তিরমিযী, হাদীস: ২৬৪১ — হাদীসটি হাসান সহীহ]

16 [সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৮৫১]

17 [সুনান তিরমিযী, হাদীস: ২১৬৫]

বিভেদ কুরআন-হাদীস অনুযায়ী একটি মহা বিপর্যয়। এটি দুনিয়াতে উম্মাহর শক্তি নষ্ট করে এবং আখিরাতে শাস্তির কারণ হয়। মুসলিম উম্মাহর উচিত পারস্পরিক সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা, বিভেদের মূল কারণগুলো দূর করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

মতভেদ স্বাভাবিক, তবে তার তীব্রতা যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তবে তা ইসলামী সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করে আমরা যেন সহনশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ এবং ঐক্য বজায় রাখি—এটাই সময়ের দাবি।

ইতিহাসে বিভেদের ভয়াবহতা

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলিম উম্মাহ যখন ঐক্যবদ্ধ ছিল, তখন তারা বিশ্বজুড়ে নেতৃত্ব দিয়েছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিখরে পৌঁছেছিল। কিন্তু যখন তারা পরস্পরে বিভক্ত হয়েছে, তখন তাদের পতন ঘটেছে, তারা শত্রুদের হাতে পরাজিত হয়েছে এবং উম্মাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

১. খলিফা উসমান (রা.)-এর সময়কার ফিতনা

খলিফা উসমান (রা.)-এর সময়ে ইসলামের শত্রুরা ভেতরে ফেতনা সৃষ্টি করে মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি করে। এর ফলেই তাঁকে শহীদ করা হয় এবং প্রথমবারের মতো মুসলিমদের মধ্যে রক্তপাত শুরু হয়, যা পরবর্তীতে জামাল ও সিফফিন যুদ্ধের মাধ্যমে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

২. আন্দালুসের পতন (স্পেন)

আন্দালুসে মুসলিম শাসন প্রায় ৮০০ বছর স্থায়ী ছিল। কিন্তু যখন মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেল (যেমন: তায়ফা রাজ্যগুলো), তখন খ্রিস্টান শাসকরা একের পর এক মুসলিম অঞ্চল দখল করতে থাকে। এই বিভক্তির সুযোগ নিয়ে ১৪৯২ সালে গ্রানাডা দখল করে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটানো হয়।

৩. বাগদাদ ধ্বংস

তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাগদাদ। কিন্তু আব্বাসীয় খিলাফতের শেষ সময়ে মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য, দুর্নীতি ও নেতৃত্বহীনতা প্রকট হয়ে ওঠে। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মঙ্গোল শাসক হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করে, শহর ধ্বংস করে এবং লক্ষাধিক মুসলমানকে হত্যা করে। এ সময় মুসলিম বিশ্ব এক হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল।

৪. উপনিবেশবাদ ও মুসলিম বিশ্বের বিভাজন

১৮শ ও ১৯শ শতকে ইউরোপীয় শক্তিগুলো মুসলিম দেশগুলোকে একে একে উপনিবেশ বানায়। মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যের অভাব ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তাদের প্রতিরোধ গঠনে ব্যর্থ করে। ফলে গোটা মুসলিম বিশ্ব দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পরাধীন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ছোট ছোট সীমান্তভিত্তিক রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে যায়।

৫. আধুনিক বিশ্বে বিভেদের পরিণতি

বর্তমানে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া, আফগানিস্তানসহ (ইদানিং ভারত-পাকিস্তান) বহু মুসলিম দেশ সংঘাত ও রক্তপাতের শিকার। এসব স্থানে অধিকাংশ সংঘাত মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ বিভক্তি ও মতানৈক্যের ফল। রাজনৈতিক, গোষ্ঠীগত, মতবাদভিত্তিক বিভাজন মুসলিম বিশ্বের দুর্বলতা আরও বাড়িয়ে তুলছে।

৬. তুর্কি ও আরবদের মধ্যে বিভাজন (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ)

ওসমানীয় খিলাফত দীর্ঘদিন মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য প্ররোচনায় আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও বর্ণভিত্তিক বিভাজন ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন আরব নেতারা ব্রিটিশদের সঙ্গে মিত্রতা করে ওসমানীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। এর ফলে ১৯২৪ সালে খেলাফতের বিলুপ্তি ঘটে, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি ভয়াবহ ধাক্কা ছিল।

৭. পাকিস্তান-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম দুর্বলতা (১৮৫৭ সালের পরে)

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পর ব্রিটিশরা মুসলমানদের প্রতি কঠোর হয়। মুসলিম নেতাদের মধ্যে ঐক্যহীনতা, আলাদা আলাদা মতবাদের অনুসরণ এবং ইংরেজদের প্রতি ভিন্ন মনোভাব মুসলিমদের রাজনীতি ও শিক্ষা থেকে পিছিয়ে দেয়। মুসলমানরা উপমহাদেশে বহু বছর অবজ্ঞিত ও বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

৮. ইরান-ইরাক যুদ্ধ (১৯৮০–১৯৮৮)

এই যুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের দুই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র পরস্পরের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৮ বছর ধরে লড়াই করে, যার ফলে লক্ষাধিক মুসলমান প্রাণ হারান এবং মুসলিম বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই যুদ্ধে পাশ্চাত্য দেশগুলো অস্ত্র বিক্রি করে এবং মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়ে লাভবান হয়।

৯. আরব বসন্তের পরিণতি

২০১০ সাল থেকে শুরু হওয়া আরব বসন্তে বহু মুসলিম দেশে রাজনৈতিক বিপ্লব ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও অনেক স্থানে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তবে অভ্যন্তরীণ বিভেদ, গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ এবং ইসলামী নেতৃত্বের অভাবে এই বিপ্লবগুলো স্থিতিশীলতা আনতে ব্যর্থ হয় এবং বহু দেশ আজও সংঘাতে বিপর্যস্ত।

১০. ফিলিস্তিনে অভ্যন্তরীণ বিভক্তি

ফিলিস্তিনে হামাস ও ফাতাহর মধ্যে দীর্ঘদিনের মতবিরোধ ও বিভাজন তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। ইসরাইল এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে একের পর এক আগ্রাসী

কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্যহীনতা ফিলিস্তিনিদের কষ্ট আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ইতিহাসে যতবার মুসলিমরা বিভক্ত হয়েছে, ততবারই তারা নেতৃত্ব হারিয়েছে, শত্রুরা সুবিধা নিয়েছে, আর উম্মাহ দুর্বল ও পরাজিত হয়েছে। তাই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে মুসলমানদের উচিত একতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, মতভেদের চেয়ে ইসলামের মৌলিক আকীদা ও ভ্রাতৃত্বকে প্রাধান্য দেয়া।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা

ইসলামে ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহনশীলতা, ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে একতাবদ্ধ থাকা ইসলামের অন্যতম মৌলিক নির্দেশনা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
অর্থ: “তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টি করো না।”
[18]

এই আয়াতে ‘আল্লাহর রজ্জু’ বলতে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝানো হয়েছে। এ নির্দেশনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, কুরআনের শিক্ষার প্রতি সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধরাই ঐক্যের মূল ভিত্তি।

আবূ যার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (মুসলিম) জামা’আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিঘত পরিমান দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রজ্জু তাঁর গর্দান থেকে খুলে ফেললো।[19]

[18] [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

[19] [সুনানে আবু দাউদ:৪৭৫৮]

সহীহ।

এই হাদীসের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অনুগ্রহ, আর পরস্পরের বিরোধ ও ফাটল শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং ধ্বংসের কারণ।

ইসলামে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখা শুধু সামাজিক প্রয়োজন নয়, বরং একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা তৈরি করাই ঐক্য প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি।

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির কারণ

ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহ বহুবার ঐক্য হারিয়েছে এবং নানা কারণে বিভক্ত হয়েছে। এই বিভক্তি শুধু ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণেও হয়েছে।

১.মাযহাবি বিভাজন

ইসলামে মাযহাব (মতবাদ) মূলত ফিকহ বা শরীয়াহ্‌র বিধান ব্যাখ্যার একটি পদ্ধতি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর ওফাতের পর মুসলিম সমাজে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিবেশে এবং ভিন্ন চিন্তাশক্তিসম্পন্ন মনীষীদের হাত ধরে ফিকহি চিন্তাধারায় কিছু ভিন্নতা দেখা দেয়। এই ভিন্নতা থেকেই গড়ে ওঠে চারটি সুপ্রসিদ্ধ সুন্নি মাযহাব—হানাফি, মালিকি, শাফিই ও হাম্বলি। এছাড়া শিয়া মুসলিমদের মাঝেও জাফরী মাযহাবসহ কয়েকটি মত রয়েছে।

বিভাজনের কারণ:

১. জ্ঞান ও তথ্যভান্ডারের পার্থক্য: প্রত্যেক ইমাম বিভিন্ন হাদিস ও কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করেছেন ভিন্ন উৎস থেকে, ফলে ব্যাখ্যায় পার্থক্য হয়েছে।

২. স্থানিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট: বিভিন্ন অঞ্চল ও সামাজিক পরিবেশের কারণে ইজতিহাদ বা মতামত প্রদান ভিন্ন হয়েছে।

৩. ইজতিহাদের স্বাধীনতা: সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগে ইজতিহাদ একটি স্বীকৃত পদ্ধতি ছিল, যার ফলে ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তে পার্থক্য হতো।

৪. রাজনৈতিক ও ইতিহাসিক প্রভাব: বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো একটি মাযহাবকে সমর্থন দেওয়া হয়েছে, যা অন্যদের থেকে আলাদা অবস্থান তৈরি করেছে।

নেতিবাচক দিক:

যদিও এই বিভাজন মূলত ব্যাখ্যাগত পার্থক্য, অনেক সময় অনুসারীদের মধ্যে একে অপরকে হেয় করা, বিদ্বেষ তৈরি এবং ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে, যা ইসলামের ঐক্যকে বাধাগ্রস্ত করে।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলাম ঐক্যের ধর্ম। কুরআনে বলা হয়েছে:

অর্থ: “তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।”[20]

মাযহাবি বিভেদ ইসলাম অনুমোদন করে না, বরং সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ইসলামি ঐক্যের ভিত্তি। সকল মুসলমানের উচিত মতপার্থক্যকে জ্ঞানচর্চা হিসেবে গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ থাকা।

২.জাতিগত ও বর্ণগত পার্থক্য

মানবজাতি আদিকাল থেকেই বিভিন্ন জাতি, গোত্র, ভাষা এবং বর্ণে বিভক্ত হয়ে বসবাস করে আসছে। এই পার্থক্য স্বাভাবিক এবং আল্লাহর সৃষ্টির অঙ্গ। তবে এই ভিন্নতাকে ঘৃণার কারণ বানানো কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না।

[20] [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩]

জাতিগত পার্থক্য:
জাতিগত পার্থক্য বলতে বোঝায় মানুষের গোত্র, বংশ, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা। যেমন: আরব, অনারব; বাংলা, উর্দু, পাশতু ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো..." [21]

এই আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, জাতি বা গোত্রের ভিন্নতা পরিচয়ের জন্য, মর্যাদার জন্য নয়।

বর্ণগত পার্থক্য:
বর্ণগত পার্থক্য মানবদেহের বাহ্যিক চেহারা, ত্বকের রঙ ও শারীরিক গঠনকে বোঝায়। কেউ কালো, কেউ সাদা, কেউ বাদামি—এগুলো আল্লাহর সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য মাত্র। কুরআনে বলা হয়েছে:
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ

"...তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা।"[22]

ইসলাম কখনোই বর্ণকে উচ্চতা বা নীচতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে না।

ইসলামের অবস্থান:
রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের ভাষণে ঘোষণা করেন:

---

[21] [সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩]

[22] [সূরা রুম, আয়াত ২২]

"কোনো আরবের উপর অনারবের, কোনো অনারবের উপর আরবের, কোনো শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কিংবা কোনো কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই—শুধু তাকওয়ার ভিত্তিতে ছাড়া।"[23]

নেতিবাচক প্রভাব:
যখন মানুষ জাতি বা বর্ণকে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হিসেবে নেয়, তখন সমাজে জন্ম নেয় বিদ্বেষ, বৈষম্য ও বিভক্তি। ফলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট হয়।

৩.রাজনৈতিক মতানৈক্য ও শাসনব্যবস্থা

ইসলামের সূচনালগ্নে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থা ছিল ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক দিক থেকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, যা পরবর্তীতে মতানৈক্য এবং বিভক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ:
নবী করিম ﷺ এর ইন্তিকালের পর সাহাবাগণ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচিত করেন। এই শাসনব্যবস্থায় আল্লাহভীতি, ইনসাফ, পরামর্শ ও জনগণের কল্যাণ ছিল প্রধান নীতি। প্রথম চার খলিফা—আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) ও আলি (রা.)-এর শাসনকালকে "খিলাফায়ে রাশেদা" বা "ন্যায়পরায়ণ খিলাফত" বলা হয়।

রাজনৈতিক মতানৈক্যের সূচনা:
খলিফা উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মুসলিম সমাজে গভীর রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়। এরপর খলিফা আলি (রা.)-এর শাসনামলে জং-এ-জামাল ও সিফফিনের মতো সংঘর্ষ হয়, যা রাজনৈতিক মতভেদকে চরমে পৌঁছে দেয়। এখান থেকেই শিয়া ও সুন্নি বিভাজনের বীজ রোপিত হয়।

খিলাফতের পরিবর্তন ও বংশীয় রাজনীতির সূচনা:
উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে খিলাফত রূপ নেয় রাজতান্ত্রিক শাসনে। নেতৃত্ব নির্বাচনের

[23] [মুসলিম, হাদিস: ২৫৬৪]

পরিবর্তে বংশগত ক্ষমতা হস্তান্তর শুরু হয়। এই ধারা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে।

রাজনৈতিক মতানৈক্যের প্রভাব:
১. উম্মাহর ঐক্যে ফাটল ধরায়।
২. বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দল গড়ে ওঠে।
৩. আন্তঃমুসলিম সংঘর্ষ, গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত ঘটে।
৪. ইসলামের মূল বার্তা ও দাওয়াত দুর্বল হয়।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:
ইসলাম একমাত্র আল্লাহর বিধান অনুসারে শাসন ও নেতৃত্বের আহ্বান জানায়। আল্লাহ বলেন:

" وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ[24] "

অর্থ: "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারাই জালিম।"

রাসূল ﷺ বলেন:
"তোমরা সবাই শোন, একজন নেতা ছাড়া তিন দিনও তিনজন মুসলমান চলবে না।" [25]

৪.দ্বীনি জ্ঞান থেকে দূরত্ব ও অজ্ঞতা

ইসলামের ভিত্তি হলো জ্ঞান। কুরআন নাযিলের সূচনা হয় "ইকরা" তথা "পড়" শব্দ দিয়ে।আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে প্রথম সূরা নাজিল করে বলেন:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

[24] [সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৪৫]

[25] [মুসনাদে আহমদ]

পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।[26]
এই আয়াতটি ছিল ইসলামের প্রথম ওহি, যেখানে পড়া তথা জ্ঞান অর্জনের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

দ্বীনি জ্ঞান না থাকলে একজন মুসলমান সঠিকভাবে দ্বীন পালনে সক্ষম হয় না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অনেক মুসলমান দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে নানা বিভ্রান্তি, মতভেদ ও বিভাজনের শিকার হয়।

দ্বীনি জ্ঞানের গুরুত্ব:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا ۗ"
অর্থ: "আল্লাহকে তার বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই ভয় করে।"[27]

রাসূল (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি জ্ঞানের পথে চলে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" [28]

অজ্ঞতা মানুষের জীবনে এক ভয়াবহ অভিশাপ। এটি এমন এক অন্ধকার, যা মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে অবরুদ্ধ করে রাখে। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি সঠিক ও ভুলের পার্থক্য করতে পারে না। ফলে সে সহজেই বিপথে চলে যায় এবং ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিজের ও অন্যের ক্ষতি সাধন করে। অজ্ঞতা সমাজে কুসংস্কার, বিভ্রান্তি ও অশান্তি সৃষ্টি করে। অজ্ঞ মানুষেরা

---

[26] [সূরা আলাক: (০১)]

[27] [সূরা ফাতির, আয়াত ২৮]

[28] [মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯]

অনেক সময় ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে ভুল ধারণা লালন করে, যার ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সূরা আলাকের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে:

আল্লাহ তাআলা সূরা যুমার-এ বলেন:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?"
29

এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জ্ঞানীদের মর্যাদা আল্লাহর দৃষ্টিতে অনেক বেশি।

হাদিস শরিফেও অজ্ঞতার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ قَال أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ{رواه الترمذي
আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) অর্জন করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন।[30]

অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে:

"জ্ঞান অনুসন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ।" [31]

---

[29] [(সূরা যুমার, আয়াত ৯]

[30] [তিরমিযী হা/২৬৪৬; ইখনু মাজাহ হা/২২৩; সহিহুল জামে‘ হা/৬২৯৮, সনদ সহিহ।]

[31] [ইবনে মাজাহ: ২২৪]

অজ্ঞতা শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, বরং জাতির অগ্রগতির পথেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একটি জাতি যতদিন না জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করে, ততদিন তারা উন্নয়নের পথে এগোতে পারে না। অজ্ঞ মানুষ প্রতারণার শিকার হয়, অন্যের দ্বারা শোষিত হয় এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে না। তাই অজ্ঞতার পরিণতি চরমভাবে নেতিবাচক।
অজ্ঞতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো শিক্ষার আলো গ্রহণ করা। শিক্ষা মানুষকে সত্য জানতে শেখায়, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে এবং জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাই আমাদের সবার উচিত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর করে একটি উন্নত ও আলোকিত সমাজ গড়ে তোলা।

উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ হলো দ্বীনি অজ্ঞতা। জ্ঞানচর্চা ছাড়া মুসলিম সমাজের ঐক্য ও শুদ্ধতা অটুট রাখা সম্ভব নয়।

সমাধান:

১. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে দ্বীনি শিক্ষার চর্চা।
২. মসজিদ ও মাদরাসাভিত্তিক শিক্ষার বিস্তার।
৩. বিশ্বস্ত আলেমদের কাছ থেকে দ্বীনি বিষয় শেখা।
৪. কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে মতানৈক্য নিরসনে উদ্যোগ।

দ্বীনি জ্ঞানই মুসলমানদের ঐক্য ও শক্তির মূল ভিত্তি। তাই এই জ্ঞানের প্রতি উদাসীনতা দূর করে সমাজে ইলম প্রচার ও চর্চা বাড়ানো অপরিহার্য।

৫.সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা সাম্য, ন্যায়বিচার এবং ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মুসলিম সমাজে আজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভয়াবহ বৈষম্য বিদ্যমান, যা উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ।

সামাজিক বৈষম্য:

১. গোত্র, জাতি ও বর্ণভিত্তিক বিভাজন।
২. ধনী-গরিব শ্রেণির পার্থক্য।
৩. নারী-পুরুষ বৈষম্য ও নির্যাতন।

৪. শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে যোগাযোগের ঘাটতি।

আল্লাহ বলেন:
" يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ "

অর্থ: "হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে পরহেযগার।"[32]

অর্থনৈতিক বৈষম্য:

১. ধনীদের সম্পদ সংরক্ষণ ও গরিবদের অধিকার হরণ।

২. জাকাত, সদকা ও ইনসাফভিত্তিক সম্পদ বণ্টনের অনুপস্থিতি।

৩. সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

৪. ইসলামী অর্থনীতি ও ওয়াক্ফ ব্যবস্থার চর্চার অভাব।

রাসূল ﷺ বলেন:
"তিনি (আল্লাহ) বলেন: আমি নিঃসন্দেহে জুলুমকে নিজের উপর হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম করেছি, অতএব, তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো না।" [33]

প্রভাব:

১. গরিবরা ধর্মীয় কার্যক্রমে পিছিয়ে পড়ে।

---

32 [সূরা হুজরাত:আয়াত ১৩]

33 [সহীহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৭৭]

২. সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ ও দলাদলির জন্ম নেয়।
৩. রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতপার্থক্য বাড়ে।
৪. ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে।

সমাধান:
১. ইসলামী অর্থনীতির চর্চা ও জাকাত ব্যবস্থা কার্যকর করা।
২. সমাজে ইনসাফ ও সমতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা।
৩. শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা।
৪. সামাজিক শ্রেণি নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধ চর্চা করা।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে হলে এই বৈষম্য দূরীকরণ অপরিহার্য।

৬.বিশ্ব রাজনীতির ষড়যন্ত্র

ঐক্য ও অগ্রগতি অনেক সময় আন্তর্জাতিক রাজনীতির টার্গেটে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় মুসলিম দেশগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক দিয়ে একত্রিত না হতে পারার অন্যতম কারণ হলো বহিরাগত শক্তির ষড়যন্ত্রমূলক নীতি ও পদক্ষেপ।

ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্র:

১. খিলাফতের বিলুপ্তি (১৯২৪): ওসমানীয় খিলাফতের পতনের মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্য ধ্বংস করা হয়।

২. মধ্যপ্রাচ্যের বিভাজন: "সাইক্স-পিকো চুক্তি"-এর মাধ্যমে আরব অঞ্চলকে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অধীনে ভাগ করা হয়।

৩. ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা: ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট ও সংঘাত উস্কে দেওয়া হয়।

আধুনিক ষড়যন্ত্র:

১. ইসলামফোবিয়া: পশ্চিমা মিডিয়া ও রাজনীতিতে ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো।

২. ধর্মনিরপেক্ষতা চাপিয়ে দেওয়া: মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে আন্তর্জাতিক চাপ।

৩. প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য যুদ্ধ: মধ্যপ্রাচ্যের তেল ও গ্যাস সম্পদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম দেশগুলোতে গৃহযুদ্ধ ও দাঙ্গা উস্কে দেওয়া।

৪. বিভক্তি ও দলাদলি উস্কে দেওয়া: বিভিন্ন ধর্মীয় মত ও মাজহাবের পার্থক্যকে বাড়িয়ে দিয়ে রাজনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি।

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি:

"وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ"

অর্থ: "ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনোই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করো।"[34]

---

[34] [সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১২০]

সমাধান:

১. মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ঐক্য গঠন (যেমন: ওআইসি-এর কার্যকরতা বৃদ্ধি)।

২. প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক মিডিয়ার জবাবে মুসলিম গণমাধ্যম গড়ে তোলা।

৩. দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে সচেতন নেতৃত্ব তৈরি।

৪. কূটনৈতিকভাবে মুসলিম দেশের স্বার্থ রক্ষা।

বিশ্ব রাজনীতির ষড়যন্ত্র মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও অগ্রগতির পথে বড় বাধা। এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় প্রয়োজন দ্বীনি আত্মচেতনা, ঐক্যবদ্ধ কৌশল এবং সুদক্ষ নেতৃত্ব।

৭.মিডিয়া ও তথ্যযুদ্ধ

আধুনিক বিশ্বে মিডিয়া একটি শক্তিশালী অস্ত্র। সংবাদ, সামাজিক মাধ্যম, টেলিভিশন, ইন্টারনেট – সবকিছুই জনমত গঠন, মনোভাব পরিবর্তন এবং সত্য-মিথ্যা প্রচারে বিশাল ভূমিকা রাখে। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ধ্বংস ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে আজকের তথ্যযুদ্ধ।

কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন:

< يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে নাও..."[35]

[35] [সূরা হুজরাত: ৬]

এই আয়াত মুসলিমদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেয় যেন তারা যাচাই না করে কোনো সংবাদ প্রচার না করে। এটি মিডিয়া যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

গোপনে ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তি ছড়ানো সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কোরআনে কঠোর হুশিয়ারি দিয়েছেন।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন :

<إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم...ٌ

"যারা চায় ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার হোক, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি..."[36]

এই আয়াতে গুজব ও অপপ্রচারকে ধ্বংসাত্মক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তথ্য যাচাইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে নির্দেশনা এসেছে।

َكَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِع >

"কোনো ব্যক্তি যা শুনে তা-ই (যাচাই না করে) বলে বেড়ায় – এটাই তার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"[37]

আমরাতো কোনো একটা খবর শুনলে ই সেটা যাচাই না করেই প্রচারণা শুরু করে দেই।

মুসলিমের দোষ গোপন করাও অনেক প্রতিদানের কাজ।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এর বিনিময়ে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিদান দিবেন।
হজরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন,

[36] [সূরা আন-নূর: ১৯]

[37] [মিশকাতুল মাসাবীহ:১৫৬,

সহীহ মুসলিম]

ِوَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة <

“যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের গোপন দোষ ঢেকে রাখে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে আবৃত রাখবেন।”[38]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পুরণ করবে আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। যে ব্যাক্তি (পৃথিবীতে) কোন মুসলিমের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যাক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।[39]

সমসাময়িক বাস্তবতা:

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিদ্বেষ, বিভাজন ও সন্দেহ ছড়াতে কিছু গণমাধ্যম ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধী তথ্য প্রচার করে।

কিছু মুসলিমও যাচাই না করে এসব তথ্য শেয়ার করে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

এটি শুধু ঐক্য নষ্ট করে না, বরং সমাজে ভুল তথ্যের বন্যা সৃষ্টি করে।

তথ্যযুদ্ধের যুগে একজন মুসলিমের দায়িত্ব হল – যাচাই ছাড়া কোনো তথ্য বিশ্বাস না করা, বিভ্রান্তি থেকে সতর্ক থাকা এবং ইসলাম ও উম্মাহর সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট থাকা। কুরআন ও হাদীস আমাদেরকে তথ্য যাচাই, সতর্কতা ও সত্য প্রচারের নির্দেশ দিয়েছে।

38 [সহীহ মুসলিম: ২৫৮০]

39 [সহীহ বুখারী:২৪৪২]

ঐক্য বিনষ্টের পরিণতি

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ইসলামের অন্যতম মৌলিক আদর্শ। ঐক্য বিনষ্ট হলে উম্মাহ দুর্বল, বিভক্ত ও অবমূল্যায়িত হয়ে পড়ে। কুরআন ও হাদীস বারবার মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছে এবং বিভেদ সৃষ্টি ও দলে দলে ভাগ হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে।

১. কুরআনের নির্দেশনা ও সতর্কতা

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾

"তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও পরস্পর বিভক্ত ও মতভেদে লিপ্ত হয়েছে..."[40]

এই আয়াতে পূর্ববর্তী উম্মতের মতো বিভক্তি ও মতানৈক্য থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।পূর্ববর্তী উম্মতরা দলে দলে বিভক্ত ছিল।এখন আমরা সেই পথেই হাঁটছি,যা আমাদের জন্য চরম বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে।

ঐক্যভঙ্গ হলে শক্তি নষ্ট হবে।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন:

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

"তোমরা বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, তা হলে তোমরা ব্যর্থ হবে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে..."[41]

40 [সূরা আলে ইমরান: ১০৫]

41 [সূরা আনফাল: ৪৬]

এই আয়াত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, মতানৈক্য ও বিভেদ মুসলিমদের সম্মিলিত শক্তি ও মর্যাদা ধ্বংস করে দেয়।

২.হাদিসে বিভক্তির ভয়াবহতা

হজরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন,

«سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»

"আমার উম্মাহ ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে, তার মধ্যে একটিকে ছাড়া বাকিগুলো জাহান্নামে যাবে।"[42]

এই হাদীস নির্দেশ করে, বিভেদ কেবল দুনিয়াতে দুর্বলতা নয়, বরং আখিরাতেও শাস্তির কারণ হতে পারে।

বিভক্তি শয়তানের ইচ্ছা।শয়তান চায় উম্মাহ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাক।নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেন,

«إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم»

"শয়তান এখন আর আরবে নামাজি মুসলমানদের তাকে উপাসনা করাতে পারবে না; তবে সে তাদের মাঝে বিদ্বেষ ও ফাটল ধরাতে আগ্রহী।"[43]

শয়তানের চূড়ান্ত কৌশল হলো মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা।

সামাজিক ও আত্মিক ক্ষতি

[42] [তিরমিজি :২৬৪১]

[43] [সহীহ মুসলিম: ২৮১২]

ঐক্যহীনতা কেবল বাহ্যিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে না; বরং এতে সৃষ্টি হয় হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা।

একে অন্যের প্রতি অবিশ্বাস ও শত্রুতা।

দ্বীন থেকে বিমুখতা ও দাওয়াহ কার্য থেমে যাওয়া।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা

ঐক্য বিনষ্টের কারণে মুসলিম উম্মাহ রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

উপনিবেশবাদ ও বাহ্যিক শক্তির শিকার হয়।

একে অন্যকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে।

দাওয়াহ ও ইসলাম প্রচারের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়।

ঐক্যহীনতা মুসলিম জাতির জন্য অভিশাপস্বরূপ। কুরআন ও হাদীস ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বারবার সতর্ক করেছে যে বিভেদ ও মতানৈক্য মুসলমানদের পার্থিব ও অপার্থিব উভয় দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই উম্মাহর উচিত – পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও সুফল

ঐক্য মানুষের সামষ্টিক জীবনের ভিত্তি এবং ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা কেবল ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয় না; বরং সামষ্টিকভাবে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সুদৃঢ় ঐক্যের আহ্বান জানায়। একতাবদ্ধ উম্মাহ আল্লাহর সাহায্য ও বরকতের হকদার হয়, আর বিভক্ত জাতি দুর্বল ও অপমানিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
"আমার উম্মাহ ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে; তার মধ্যে কেবল একটি দলই জান্নাতে যাবে।"[44]

তিনি আরও বলেন:
"যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়, সে যেন ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করল।"[45]

এই হাদীসদ্বয় স্পষ্ট করে দেয় যে, মুসলিম উম্মাহর জন্য সম্মিলিতভাবে ইসলামের ছায়ায় থাকা এবং জামাআতের সঙ্গে থাকা অপরিহার্য।

সূরা নামল-এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন: حَتَّىٰ إِذا أَتَوا عَلى وَادِ النَّملِ قالَت نَملَةٌ يَّأَيُّهَا النَّمْلُ ادخُلوا مَساكِنَكُم لا يَحطِمَنَّكُم سُلَيمٰنُ وَجُنودُهُ وَهُم لا يَشعُرون

"অতঃপর পিঁপড়ার উপত্যকায় পৌঁছালে একটি পিঁপড়া বলল, ‘হে পিঁপড়াগণ! তোমরা নিজেদের গৃহে প্রবেশ করো, যেন সুলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদের অজ্ঞাতসারে পিষে না ফেলে।’"[46]

---

[44] [তিরমিযী: ২৬৪১; আবু দাউদ: ৪৫৯৭]

[45] [সহীহ মুসলিম: ১৮৪৮]

[46] [সূরা নামল, আয়াত: ১৮]

এই আয়াতটি ছোট্ট পিঁপড়াদের উদাহরণ দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়—তাদের মধ্যে ছিল নেতৃত্ব, সচেতনতা এবং সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া। পিঁপড়ার সমাজেও ছিল ঐক্য এবং দলগত নিরাপত্তাবোধ। যখন বিপদ আসার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন তাদের নেতা গোটা জাতিকে সতর্ক করল। এভাবেই একতাবদ্ধ জাতি বিপদকে প্রতিরোধ করতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পীপিলিকার এই একতা এতটাই পছন্দ করলেন যে,পবিত্র কোরআনে পিপীলিকা নামে পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা নাজিল করলেন।

যদি পিঁপড়ার মতো ছোট একটি প্রাণী জাতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলে, তবে মুসলিম জাতির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলা তো আরও অধিক জরুরি।

ঐক্যবদ্ধ উম্মাহর সুফল

১. ঐক্যবদ্ধ জাতির প্রতি আল্লাহর সাহায্য ও রহমত অবধারিত হয়।
২.দলবদ্ধ উম্মাহ একত্রে শত্রুর ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে সক্ষম।
3.একতা সমাজে শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা করে।
8. ঐক্যবদ্ধ সমাজ ইসলামকে বিশ্বব্যাপী শক্তিশালীভাবে তুলে ধরতে পারে।
৫. জামাআতের সঙ্গে থাকা হাদীস অনুযায়ী জান্নাতের পথ সহজ করে দেয়।

ঐক্য মুসলিম উম্মাহর শক্তির মূল স্তম্ভ। ঐক্য না থাকলে, উম্মাহ কেবল আত্মিকভাবে নয়—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম উম্মাহকে পুনরায় সম্মানিত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে তোলা অপরিহার্য। পিঁপড়ার সমাজ থেকেও যদি আমরা ঐক্যের শিক্ষা নিতে পারি, তবে মুসলিম জাতি কেন পিছিয়ে থাকবে?

ইসলামে ঐক্য কেবল একটি সামাজিক গুণ নয় বরং একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা। মুসলিম উম্মাহকে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। কারণ একটি জাতি যত বৃহৎ হোক না কেন, যদি তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তারা অন্যের কাছে পরাভূত হয়।

কুরআনের ভাষায়:

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

“তোমরা বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।”[47]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ঐক্য না থাকলে পরাজয় অনিবার্য। ইসলামের দৃষ্টিতে উম্মাহর শক্তি ও মর্যাদা ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল।

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়।[48]

ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা উপরের কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের রেফারেন্স থেকেই বুজা যায়।নিচে আমরা আরও স্পষ্টভাবে তা তুলে ধরবো।

১.বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ যেসব বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন—যেমন রাজনৈতিক চাপ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ, মিডিয়ার অপপ্রচার এবং ইসলামভীতির বিস্তার—সেগুলো মোকাবিলার জন্য ঐক্য অপরিহার্য। মুসলিমদের পৃথক পৃথক অবস্থান, বিভাজন ও মতানৈক্য এই চ্যালেঞ্জগুলোকে আরো জটিল করে তুলছে।

একতা থাকলে উম্মাহ কীভাবে উপকৃত হয় তা নিচে তুলে ধরা হলো:

---

[47] [সূরা আনফাল, আয়াত: ৪৬]

[48] [বুখারী ৬০১১;মুসলিম ৪৫/১৭, হাঃ ২৫৮৬, আহমাদ ১৮৪০১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৭৩)

1. সামষ্টিক শক্তির মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলা: বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে ঐক্য থাকলে তারা রাজনৈতিকভাবে একে অপরকে সহায়তা করতে পারে এবং বৈশ্বিক চাপের মুখেও স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে।

2. অর্থনৈতিক সংহতি ও আত্মনির্ভরতা: ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্লক গঠন করতে পারে, যা বহির্বিশ্বের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দিতে পারে। ফলে অর্থনৈতিক চাপ ও নিষেধাজ্ঞার মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সহজ হয়।

3. মিডিয়া ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই: যদি মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলাম সম্পর্কে ভুল প্রচার ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সমন্বিত প্রচারণা চালায়, তাহলে ইসলামের সঠিক পরিচয় বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

4. মানবিক সংকট মোকাবিলা: ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, রোহিঙ্গা বা সিরিয়ার মতো সংকটে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শক্ত অবস্থান নিতে পারত।

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো কোনো ব্যক্তি বা একটি রাষ্ট্রের একার পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। ইসলামি ঐক্য শুধু ধর্মীয় দিক থেকেই নয়, বরং একটি বাস্তবিক প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতেও গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম উম্মাহ যত দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হবে, তত দ্রুত এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে বিশ্বে সম্মানজনক অবস্থানে ফিরে যেতে পারবে ইন শা আল্লাহ।

২.শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অর্থ হলো সমাজের বিভিন্ন স্তর, মতবাদ, জাতি ও ধর্মের মানুষের মাঝে পরস্পর শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা বজায় রেখে বসবাস করা। ইসলামী সমাজব্যবস্থা এই সহাবস্থানের আদর্শ নিদর্শন। একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজ যখন ইসলামী মূল্যবোধে পরিচালিত হয়, তখন তারা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থেকে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এর বিপরীতে, বিভেদ ও হিংসা সমাজে অস্থিরতা, হানাহানি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

ইসলাম বিভিন্ন মত ও পথের মানুষের প্রতি ন্যায় ও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না সেইসব লোকদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে, যারা তোমাদের সঙ্গে দ্বীনের বিষয়ে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।"[49]

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।"[50]

এই আয়াতদ্বয়ের আলোকে বোঝা যায় যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও মানবিক মর্যাদার অংশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার সমাজে মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন মদিনার সনদের মাধ্যমে। এই ঐতিহাসিক দলিলটি ছিল বহুজাতিক সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ঐক্যের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এমন সমাজে মানুষ দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা ও বৈষম্য থেকে মুক্ত থাকে। তারা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার পরিবেশে বসবাস করতে পারে। ইসলামী সমাজ তখন হয়ে ওঠে আদর্শিক, মানবিক ও শান্তিপূর্ণ।

---

[49] [সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৮]

[50] [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

৩.ইসলামের মর্যাদা রক্ষা

ঐক্য মুসলিম উম্মাহর এমন এক শক্তি, যার মাধ্যমে শুধু মুসলমানদের নয়, বরং ইসলাম ধর্মের সার্বিক মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয়। বর্তমান বিশ্বে ইসলামকে ঘিরে নানা ভুল ব্যাখ্যা, অপপ্রচার, ইসলামফোবিয়া ও চরমপন্থার অভিযোগ তুলছে বিভিন্ন মহল। এ পরিস্থিতিতে যদি মুসলমানরা বিভক্ত, দূর্বল ও পরস্পরের বিরোধে লিপ্ত থাকে, তাহলে এসব ষড়যন্ত্র আরও বেগবান হয়। পক্ষান্তরে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত উম্মাহ ইসলামকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করতে পারে এবং ইসলামবিরোধী অপতৎপরতার জবাব দিতে সক্ষম হয়।

আল কুরআনের ভাষায়:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

“সম্মান তো কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য।”[51]

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইসলামের সম্মান রক্ষা মুমিনদের সম্মিলিত দায়িত্ব। তবে একতা ছাড়া সেই দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের সম্মান ও মর্যাদার অংশীদার করেছেন, যেটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় টিকিয়ে রাখা যায়।

ঐক্যের অভাবে মুসলিমরা যেমন শত্রুপক্ষের হাতিয়ার হয়ে যায়, তেমনি ইসলামের সুশৃঙ্খল ভাবমূর্তি বিকৃত হয়। ফলে অমুসলিমদের মাঝে ইসলাম নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। অথচ ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতি বিশ্বে ইসলামি আদর্শ ও শালীনতার প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারে।

ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ঐক্য অপরিহার্য। এ ঐক্যের মাধ্যমে ইসলামের পরিপূর্ণতা, সৌন্দর্য ও শান্তিপূর্ণ বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়। ইসলামকে এক বিভক্ত উম্মাহ নয়, বরং এক ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে হবে—এটাই সময়ের দাবি।

---

[51] [সূরা মুনাফিকূন, আয়াত: ৮]

ঐক্য প্রতিষ্ঠায় করণীয় ও প্রস্তাবনা

ইসলামী উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা কেবল একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজন নয়, বরং এটি একটি ধর্মীয় ফরয দায়িত্ব। আল্লাহর নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব।

মুসলিমদের মধ্যে একতা আসবে তখনই, যখন সবাই ইসলামকে জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। বিভক্তির মূল কারণ হলো ব্যক্তিগত মতবাদ, কুসংস্কার ও জাহেলি চিন্তা। তাই কুরআন ও সুন্নাহকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

حوَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পারস্পরিক বিরোধে লিপ্ত হয়ো না,তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।"[52]

ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে তা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১.ইসলামের মৌলিক আদর্শে প্রত্যাবর্তন

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুর্বলতা, বিভাজন ও সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইসলামের মৌলিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। যুগে যুগে উম্মাহ যখন কুরআন ও সুন্নাহকে তাদের জীবনের মাপকাঠি বানিয়েছে, তখন তারা নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থেকেছে; আর যখন তারা দ্বীনের মূলনীতি ও একনিষ্ঠতার পথ থেকে সরে গেছে, তখন তারা দুর্বল হয়েছে ও পরস্পরে বিরোধে জড়িয়েছে।

[52] [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬]

ইসলামের মৌলিক আদর্শ বলতে বুজায়:

আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস (তাওহীদ)।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ।

কুরআনকে সর্বোচ্চ পথনির্দেশক হিসেবে মান্য করা।

শরীয়তের বিধানকে সর্বস্তরে বাস্তবায়নের চেষ্টা।

তাকওয়া, ইনসাফ, ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও সততা।

এই মৌলিক বিষয়গুলোতে উম্মাহর মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। তাই সেগুলোর ওপর দৃঢ়ভাবে ফিরে আসা মানেই বিভক্তি ও বিদ্বেষ দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করা।

কুরআনের বাণী:

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ
"নিশ্চয়ই এই তোমাদের উম্মাহ একক উম্মাহ, আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমার ভয় করো।"[53]

এই আয়াত মুসলিম উম্মাহকে মনে করিয়ে দেয়, তারা একটি জাতি—ঈমান ও ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ। আর ঐক্য বজায় রাখতে হলে আল্লাহভীতি ও কুরআন-সুন্নাহর পথে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

বিদায় হজ্জের ভাষনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি—যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং আমার সুন্নাহ।"

---

[53] [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৫২]

এই হাদীস আমাদের বলে দেয়, প্রকৃত ঐক্য তখনই আসবে যখন আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা করবো, মতভেদে নয় বরং মূলনীতিতে এক হবো।

মৌলিক আদর্শে প্রত্যাবর্তন মানে একে অপরকে কাফের বলা নয়, বরং বিশ্বাস ও কর্মে ইসলামের মূল চেতনাকে আঁকড়ে ধরা। যতক্ষণ না আমরা কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে যাই, উম্মাহর ঐক্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই সময় এসেছে—ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর হারানো ঐক্য ফিরিয়ে আনার।

২.মাজহাব ও মতপার্থক্যে সহনশীলতা

ইসলামে মতপার্থক্য কোনো নতুন বিষয় নয়। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই নির্দিষ্ট কিছু মাসআলায় ইজতিহাদি পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা ঐসব পার্থক্যকে বিভেদের মাধ্যম না বানিয়ে সহনশীলতা, পরস্পর শ্রদ্ধা ও সম্মানের মাধ্যমে মোকাবিলা করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায়, মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তা যেন দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষে রূপ না নেয়।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)—এই চারজন ইমামের মাজহাব মুসলিম সমাজে সুপরিচিত। তাঁদের মধ্যে বহু মাসআলায় মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু তাঁরা একে অপরের প্রতি সদাচরণ, শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা বজায় রেখেছেন। অতএব, মুসলিম উম্মাহর উচিত মাজহাবগত ইখতিলাফকে দ্বন্দ্বের কারণ না বানিয়ে ঐক্যের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা।

ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন:

> "মাজহাবগত মতভেদ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, সত্য ও ন্যায়ের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে হয়, তবে তা কোনো দোষের নয়।"[54]

[54] [মাজমু' ফাতাওয়া: ১৯/১২৩]

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا
"তোমরা মুশরিকদের মতো হয়ে যেয়ো না—যারা নিজেদের দ্বীনকে দলাদলি করে বিভক্ত করেছে।"[55]

এই আয়াত প্রমাণ করে, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য যদি দলে দলে বিভক্ত হওয়ার রূপ নেয়, তবে তা গর্হিত। অথচ ইসলাম শিক্ষা দেয় সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও একে অপরের মতামতের প্রতি সহাবস্থান।

৩.কুরআন ও সুন্নাহকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে সর্বোচ্চ মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা। বিভেদ ও মতভেদ দূর করে কেবলমাত্র আল্লাহর বিধানকে অনুসরণ করলেই উম্মাহর মধ্যে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

.1فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
"তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতানৈক্যে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।"[56]

---

[55] [সূরা রূম, আয়াত: ৩১-৩২]

[56] [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

2.وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[57]

3.إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
"নিশ্চয় এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সঠিক।"[58]

4.وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
"তোমরা যে বিষয়ের মধ্যে মতবিরোধে পড়ো, তার ফয়সালা একমাত্র আল্লাহর হাতে।"[59]

বিদায় হজ্জের ভাষনে রাসূল ﷺ বলেন:
"আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি—আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ; এগুলোর অনুসরণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।"

উম্মাহর ঐক্যের জন্য কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হিসেবে মেনে নেওয়া অপরিহার্য। ব্যক্তি, দল বা মতবাদ নয়—শুধু আল্লাহ ও রাসূলের বাণীকে অনুসরণ করলেই উম্মাহ একত্রিত হতে পারবে এবং বিভেদ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

৪.উলামা ও নেতৃবৃন্দের এগিয়ে আসা

ইসলামী সমাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উলামা ও নেতৃবৃন্দের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। তাঁরা হলেন জাতির পথপ্রদর্শক ও আদর্শচিন্তক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখন উলামা ও ন্যায়পরায়ণ

57 [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

58 [সূরা বনী ঈসরাইল, আয়াত: ৯]

59 [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১০]

নেতৃত্ব সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তখন মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ থেকে বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছে। পক্ষান্তরে, যখন নেতৃত্ব বিচ্যুত হয়েছে কিংবা উলামা চুপ থেকেছেন, তখন বিভেদ ও দুর্বলতা দানা বেঁধেছে।

দ্বীনি শিক্ষা ও সচেতনতা ছড়ানো

উলামাগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিম সমাজকে সচেতন করতে পারেন। বিভেদ, গীবত, ফিরকা-প্রবণতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানুষকে সাবধান করা এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা—ঐক্য, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব তুলে ধরা তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পরের ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।"[60]

---

60 [সূরা হুজরাত, আয়াত: ১০]

মাজহাবগত সহনশীলতা গড়ে তোলা

উলামারা তাঁদের অনুসারীদের মাজহাব ও মতভেদে সহনশীল হওয়ার শিক্ষা দিতে পারেন। চার মাজহাবসহ অন্যান্য সুন্নি চিন্তাধারার মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং দলগত বিদ্বেষ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাতে হবে।

বিভেদমূলক বক্তব্য ও ফতওয়া থেকে বিরত থাকা

নেতৃবৃন্দ ও আলেমদের উচিত উগ্রতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষমূলক বক্তব্য পরিহার করে সামগ্রিক মুসলিম সমাজকে ঐক্যের পথে আহ্বান জানানো। বিভক্তির জায়গায় সংলাপ ও সমঝোতা হওয়া চাই।

যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ ও একক মঞ্চ তৈরি করা

উলামা ও নেতারা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সম্মিলিত উদ্যোগে ইসলামি শিক্ষা, গবেষণা, সমাজসেবা ও নেতৃত্বের মঞ্চ তৈরি করতে পারেন। যাতে করে পুরো উম্মাহ একটি অভিন্ন কণ্ঠে কথা বলতে পারে।

উলামা ও নেতৃবৃন্দ যদি আন্তরিকতা, ইসলামী আদর্শ এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঐক্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হন, তাহলে উম্মাহর মাঝে বিভেদ ও দূরত্ব কমে আসবে। তাঁদের উদাহরণ ও আহ্বানে সাধারণ মানুষ ইসলামের মূল আদর্শে ফিরে আসবে এবং উম্মাহ নতুন করে ঐক্য ও মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

৫.শিক্ষার মাধ্যমে ঐক্য চেতনা সৃষ্টি

ইসলামে শিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জনের মাধ্যম নয়, বরং তা মানবিকতা, নৈতিকতা ও সমাজিক ঐক্যের ভিত্তি স্থাপনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটি জাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম কার্যকর মাধ্যম হলো সঠিক ও উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো—মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা, আল্লাহর পথের দিকনির্দেশনা লাভ করা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা।

দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা

দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবন গঠনের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এতে বিভেদের পথ পরিহার করে উম্মাহর মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বোধ সৃষ্টি হয়।

কুরআনে এসেছে:

ْإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم <

“নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।”[61]

এ আয়াত মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পর্ক উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরে।

আরেক জায়গায় এসেছে:

<وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, আর পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না।”[62]

এই আয়াত মুসলিম উম্মাহকে বিভেদ পরিহারের শিক্ষা দেয় এবং ঐক্যের জন্য আল্লাহর পথকে অবলম্বন করার আহ্বান জানায়।

একীভূত পাঠ্যক্রম ও পাঠদান

শিক্ষায় দলীয় বা বিভাজনমূলক চিন্তা এড়িয়ে একটি সমন্বিত পাঠ্যক্রম ও একীভূত বার্তা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে ছাত্ররা ছোট থেকেই ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা পায়।

---

[61] [সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১০]

[62] [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সহনশীলতা ও মতভিন্নতার প্রতি সম্মান। একে অপরের মত ও চিন্তা-চেতনাকে সম্মান করা, ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অংশ।

জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা

একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ গঠনের জন্য ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা প্রয়োজন, যা বিভেদ নিরসন ও ঐক্যের উপযোগিতা তুলে ধরবে।

শিক্ষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ

শিক্ষকরা হচ্ছেন সমাজ গঠনের কারিগর। তাঁরাই শিক্ষার্থীদের মন ও চরিত্র গঠনে মুখ্য ভূমিকা রাখেন। সুতরাং শিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে ঐক্যের শিক্ষা দেওয়া, সহনশীলতা অনুশীলন করানো এবং উম্মাহর ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা।

সঠিক ও ঐক্যকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে সমাজে দ্বন্দ্ব, হিংসা ও বিভেদ হ্রাস পাবে। মানুষ আত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে একতাবদ্ধ হয়ে ইসলামের আদর্শ সমাজ গঠনে এগিয়ে আসবে।

৬.যোগাযোগ ও সহযোগিতার উন্নয়ন

ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যোগাযোগ এবং সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। মানবসমাজে ভুল বোঝাবুঝি, বিভ্রান্তি ও মতপার্থক্য তখনই বাড়ে, যখন পারস্পরিক যোগাযোগ দুর্বল হয় ও সহযোগিতার মনোভাব লোপ পায়। ইসলাম এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছে—কিভাবে একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সমাজ গড়া যায়।

নিয়মিত পারস্পরিক যোগাযোগ

মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহানুভূতি ও সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ঘনিষ্ঠ ও নিয়মিত যোগাযোগ অপরিহার্য। মসজিদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী সম্মেলন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক কার্যক্রম এই যোগাযোগে সহায়তা করতে পারে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"এবং মানুষকে উত্তম কথা বলো।"[63]

এই আয়াতে মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং সুন্দর যোগাযোগের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা সমাজে ঐক্য গঠনে সহায়ক।

পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

ইসলাম পারস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে, বিশেষত ন্যায়ের পক্ষে এবং কল্যাণকর কাজে। যখন মুসলমানরা পরস্পরের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ায়, তখন সমাজে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির আবহ সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"সদ্‌গুণ ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালজ্ঘনের কাজে সহযোগিতা কোরো না।"[64]

---

63 [সূরা বাকারা, আয়াত: ৮৩]

64 [সূরা মায়িদাহ, আয়াত: ২]

এই আয়াত সমাজে ন্যায়ের পক্ষে সমবেত হওয়া এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অবস্থান নেওয়ার শিক্ষা দেয়।

বিভেদ নিরসনে খোলামেলা আলোচনা

মতভেদ হলে তা চাপা না দিয়ে পারস্পরিক আলোচনা ও বোধগম্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। গঠনমূলক সমালোচনা এবং সুন্দর বাকপদ্ধতির মাধ্যমে অনেক সমস্যার অবসান সম্ভব।

নেতৃত্বে স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণ

সমাজে নেতৃত্বদানকারীদের উচিত—সবার সঙ্গে উন্মুক্ত ও গ্রহণযোগ্য যোগাযোগ স্থাপন করা। সকল শ্রেণির মানুষকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত সিদ্ধান্ত নেওয়া ঐক্য রক্ষায় সহায়তা করে।

প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগ

বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি একটি বড় মাধ্যম। এর সঠিক ব্যবহার করে উম্মাহর মধ্যে দাওয়াহ, দ্বীনি আলোচনা, সহানুভূতি ও ঐক্য জোরদার করা সম্ভব।

যোগাযোগ ও সহযোগিতা শুধু সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যম নয়, বরং একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও ইসলামী মূল্যবোধে দৃঢ় উম্মাহ গঠনের অন্যতম ভিত্তি। তাই এই দুটি বিষয়কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব দিয়ে চর্চা ও সম্প্রসারণ করা জরুরি।

৭.উম্মাহভিত্তিক পরিচয় জাগ্রত করা

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মুসলমানদেরকে একটি অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ উম্মাহর রূপে গড়ে তোলে। এই উম্মাহ-ভিত্তিক পরিচয় জাগ্রত করা ইসলামি ঐক্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ। যখন ব্যক্তির পরিচয় কেবল জাতি, বর্ণ, ভূখণ্ড বা ভাষায় সীমাবদ্ধ না থেকে উম্মাহর অংশ হিসেবে গঠিত হয়, তখন সে আপনাআপনি বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের অনুভব ও দায়িত্বশীলতায় উদ্বুদ্ধ হয়।

কুরআনের ভাষায় উম্মাহর পরিচয়:

﴿إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মাহ একটি একক উম্মাহ, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক—অতএব আমারই ইবাদত করো।"[65]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে মুসলিম জাতিকে একক উম্মাহ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, যার নেতৃত্বে রয়েছে একক স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য।

জাতিগত গর্ব নয়, উম্মাহর মর্যাদা বড়:

বিদায় হজ্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"আরবের কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই অনারবের উপর, অনারবেরও নেই আরবের উপর; সাদা চামড়ার কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই কৃষ্ণাঙ্গের উপর, কৃষ্ণাঙ্গেরও নেই সাদার উপর—তাকওয়া ছাড়া।"[66]

এই হাদীস মুসলিম উম্মাহকে একটি বৈশ্বিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবার হিসেবে দেখতে শেখায়, যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় আল্লাহভীতির ভিত্তিতে, জাতিগত পরিচয়ে নয়।

উম্মাহভিত্তিক পরিচয় জাগ্রত করার উপায়:

ইসলামী শিক্ষা বিস্তার: পাঠ্যক্রমে উম্মাহর ইতিহাস, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামি সংহতির বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে তা শিক্ষার্থীদের মনে প্রোথিত করা।

গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির ব্যবহার: ইসলামি চিন্তা, মূল্যবোধ ও উম্মাহভিত্তিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, টিভি, ইউটিউব প্রভৃতি ব্যবহার করা।

---

[65] [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৯২]

[66] [সহীহ তিরমিযী: ৩৯৫৫]

আন্তর্জাতিক মুসলিম সংহতি কার্যক্রম: মুসলিম বিশ্বব্যাপী যে সংকট ও নির্যাতনের মুখোমুখি হচ্ছে—তা নিয়ে একযোগে ভাবনা, দোয়া ও সহায়তার মানসিকতা গড়ে তোলা।

ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা চর্চা: পারস্পরিক দুঃখ-সুখে শামিল হওয়া, দ্বীনি কাজে সহযোগিতা, এবং মুসলিমদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে এই পরিচয়কে শক্তিশালী করা।

উম্মাহভিত্তিক পরিচয় জাগ্রত করা মুসলিম ঐক্যের চেতনাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এটি কেবল একটি আবেগ নয় বরং একটি ঈমানি দায়িত্ব। এই চেতনা যত প্রবল হবে, মুসলিম উম্মাহ তত দৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ ও মর্যাদাবান হয়ে উঠবে।

৮.বিদআত ও গোমরাহী থেকে বেঁচে থাকা

ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য ও শক্তি নিহিত রয়েছে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ওপর অবিচল থাকা এবং বিদআত তথা ধর্মে নতুন সংযোজন থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। বিদআত কেবল ব্যক্তি জীবনের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং এটি মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে চরমভাবে বিনষ্ট করে দেয়।

বিদআতের ক্ষতিকর দিক:

দ্বীনের বিকৃতি ঘটায়: বিদআত নতুন নতুন আমল ও বিশ্বাস সৃষ্টি করে, যা ইসলামের মূল শিক্ষা ও চেতনার পরিপন্থী।
উম্মাহর বিভেদ বাড়ায়: নানা দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্তির অন্যতম কারণ হলো ভিন্ন ভিন্ন বিদআতি চর্চা ও বিশ্বাস।
সুন্নাহর অবমূল্যায়ন: বিদআত যখন প্রচলিত হয়, তখন সুন্নাহ ধীরে ধীরে ভুলে যাওয়া হয়।

নতুন নতুন মতবাদ, বিভ্রান্তিকর দল ও চরমপন্থা উম্মাহকে বিভক্ত করে। একতা গড়ে তুলতে হলে কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে দল-মত যাচাই করে সঠিক পথে থাকা জরুরি।
থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ শরীয়তে এসেছে। কঠোর নিষেধাজ্ঞার এ বিষয়টি হাদীসে বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُ(রাঃ)ُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)
رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح .

"তোমরা (দ্বীনের) নব প্রচলিত বিষয়সমূহ থেকে সতর্ক থাক। কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয় বিদআ'ত এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা"।[67]

কুরআনের নির্দেশ:

حوَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ

"এটাই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এ পথ অনুসরণ করো। অন্য পথ অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।"[68]

এই আয়াত স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে একমাত্র আল্লাহর দেখানো পথই সঠিক, অন্য যেকোনো পথ বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

বিদআত থেকে দূরে থাকা এবং সুন্নাহর অনুসরণ শুধু ব্যক্তিগত তাকওয়া রক্ষার উপায় নয়, বরং তা উম্মাহর ঐক্য ও সঠিক পথের অনিবার্য শর্ত। মুসলমানদের উচিত দলীয়তা, গোমরাহী ও বিদআতের ফাঁদ থেকে মুক্ত থেকে একমাত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা।

[67] [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯৯১ ও সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৭৬। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ]

[68] [সূরা আন'আম: আয়াত ১৫৩]

৯.দাওয়াহ ও ইসলামী শিক্ষার বিস্তার

ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো দাওয়াহ কার্যক্রম চালানো ও বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং আহকাম যখন উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তখন বিভ্রান্তি, বিদআত ও মতভেদ কমে আসে এবং মুসলিম সমাজ ঐক্যের পথে এগিয়ে যায়।

দাওয়াহ শব্দের অর্থ হলো আহ্বান করা। ইসলামি পরিভাষায়, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন গঠনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করাই দাওয়াহর মূল উদ্দেশ্য।

দাওয়াহ ও ইসলামী শিক্ষা কেন গুরুত্বপূর্ণ:

ভ্রান্ত মতবাদ ও বিভেদের প্রতিকার:

ইসলামী জ্ঞানের অভাবে মুসলিম সমাজে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস, ফিরকা ও বিভেদ তৈরি হয়েছে। বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা মানুষকে হক্ক ও বাতিলের পার্থক্য চিনাতে সাহায্য করে।

ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ গঠনের পূর্বশর্ত:

জ্ঞানচর্চা ও দাওয়াহর মাধ্যমে মানুষ কুরআন-সুন্নাহকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে, ফলে উম্মাহর মাঝে একতা তৈরি হয়।

বিশ্বজুড়ে ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার:

দাওয়াহ ও শিক্ষার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর হয় এবং ইসলামের সঠিক রূপ বিশ্বের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়।

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى

“বলুন, এটাই আমার পথ—আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি জ্ঞানের ভিত্তিতে, আমিও এবং আমার অনুসারীরাও।”[69]

---

[69] [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا

"কার কথা তার চেয়ে উত্তম, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে।"[70]

রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের দাওয়াহ চেতনা:

রাসূল ﷺ দাওয়াহকে জীবনের মূল মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ২৩ বছরের নবুয়তি জীবনের প্রতিটি পর্বে তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন।

হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রাঃ): ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মদীনায় ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেন।

হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) দাওয়াহ ও শিক্ষা বিস্তারে যে অবদান রেখেছেন, তা আজো ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ঐক্যের জন্য জনসচেতনতা ও ইসলামী শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য। মসজিদ, মাদরাসা, গণমাধ্যম ও সামাজিক প্ল্যাটফর্মে ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং বিভেদের ক্ষতি ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য।

দাওয়াহ ও ইসলামী শিক্ষা হচ্ছে উম্মাহকে বিভক্তির অন্ধকার থেকে ঐক্যের আলোয় ফিরিয়ে আনার মূল চাবিকাঠি। মুসলিম উম্মাহ যদি কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করে ও সঠিকভাবে ইসলাম প্রচার করে, তাহলে বিভেদ কমে আসবে এবং বিশ্বব্যাপী একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামী সমাজ গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।

১০.আখলাক ও সহমর্মিতা চর্চা

---

[70] [সূরা ফুসসিলাত: ৩৩]

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে উত্তম চরিত্র (আখলাক) এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। এগুলো এমন গুণ, যা শুধু ব্যক্তিগত উন্নয়ন নয় বরং একটি সমাজ ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখে।

আখলাকের গুরুত্ব ও রাসূল ﷺ এর আদর্শ

আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ সম্পর্কে বলেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“নিশ্চয়ই আপনি মহৎ চরিত্রে অভিষিক্ত।”[71]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার চরিত্র উত্তম।"[72]

তিনি তার আচরণে নম্রতা, দয়া, সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা ও ধৈর্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রেখে গেছেন। তাঁর জীবন থেকেই সাহাবায়ে কেরাম আখলাকের শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করে উম্মাহর ঐক্যের আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন।

---

[71] [— সূরা কলম: ৪]

[72] [— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬০৩৫]

সহানুভূতি ও সহমর্মিতার উদাহরণ সাহাবিদের জীবনে

হযরত আবূ বকর (রাঃ)— খিলাফতের সময় এক লোক তার বিরুদ্ধে কঠিন কথা বললেও তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমার ও তার মধ্যে শয়তান যেন প্রবেশ করতে না পারে।"

হযরত উমর (রাঃ)— একবার এক অন্ধ বৃদ্ধকে বাজারে ভিক্ষা করতে দেখে নিজে তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বলেন, "তোমরা কিভাবে এমন এক বৃদ্ধকে অনাহারে রেখেছো, যে খারাজ (জিযিয়া) দিত, অথচ এখন তার দেখাশোনা কেউ করছে না?"

আখলাক ও সহমর্মিতা চর্চার সুফল

বিতর্ক ও ফিতনা হ্রাস:

উত্তম চরিত্র মানুষকে অহংকার ও রাগ থেকে বিরত রাখে, যা বিবাদ ও দাঙ্গা সৃষ্টি করে। ফলে সমাজে শান্তি ও ঐক্য বজায় থাকে।

সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত:

একজন মুসলিম যদি উত্তম চরিত্রে আলোকিত হন তবে তিনি অন্য মুসলমানের প্রতি সহানভূতিশীল হবেন, তার দোষ না খুঁজে পরামর্শ দিবেন এবং দ্বিনী বিষয়ে সহযোগিতা করবেন।

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। তোমার সৎকাজের আদেশ এবং তোমার অসৎকাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ, স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে সঠিক দৃষ্টি দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। পথ হতে পাথর, কাটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ।[73]

[73] [সুনান আত তিরমিজি ১৯৫৬]

পারস্পরিক মার্জনা ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি:
কেউ ভুল করলে তাকে মার্জনা করার মানসিকতা গড়ে ওঠে। এতে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে এবং দুশমনি সৃষ্টি হয় না।

বিশ্বাস ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়:
আখলাকবান ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং সহযোগিতার নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে, যা উম্মাহকে একসূত্রে গাঁথে।

নেতৃত্বে আস্থার সৃষ্টি হয়:
যে নেতা বা দায়ী মানুষদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে, মানুষ তাকে মেনে চলে। এটি একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব তৈরিতে সহায়ক।

কুরআনের নির্দেশনা

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ
"আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন?"[74]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
"নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পরের ভাই; সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দাও।"[75]

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

[74] [— সূরা নূর: ২২]

[75] [— সূরা হুজুরাত: ১০]

“এবং মানুষের সাথে সজ্জাবে কথা বল।”[76]

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِين

“এবং মুমিনদের জন্য তোমার বাহু অবনত কর।”[77]

আখলাক ও সহমর্মিতা একটি আদর্শ সমাজ গঠনের মূলে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিরা নিজেদের জীবনে এর বাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন। মুসলিম উম্মাহ যদি আজ এই গুণাবলি অর্জন করে, তাহলে বিভেদ, হিংসা ও বিভাজনের স্থলে ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও ঐক্য ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার

মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ থাকলে তাদের সম্মান, শক্তি ও প্রভাব অপরিসীম হয়, কিন্তু যখন তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে ফিতনা, দুর্বলতা ও অপমান নেমে আসে—ইতিহাস এই সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ। ইসলাম যে একতা ও ভ্রাতৃত্বের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে, তা কুরআনের বহু আয়াত এবং হাদীস দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। মুসলমানরা একটি দেহের মতো—যেখানে এক অঙ্গ কষ্ট পেলে গোটা দেহ তা অনুভব করে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, আজকের মুসলিম উম্মাহ নানা মতপার্থক্য, মাজহাবীয় সংকীর্ণতা, রাজনৈতিক বিভেদ ও জাতীয়তাবাদের কারণে পারস্পরিক বিভক্তিতে জর্জরিত।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য আজকের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরি এবং সময়োপযোগী একটি বিষয়। ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় একতা, ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও সহযোগিতার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য নির্দেশনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভেদ,

---

[76] [— সূরা বাকারা: ৮৩]

[77] [— সূরা হিজর: ৮৮]

মতানৈক্য ও বিদ্বেষ ইসলামের চেতনার পরিপন্থী এবং উম্মাহর ধ্বংসের কারণ। ঐক্য ইসলামের শক্তির মূল ভিত্তি, আর বিভক্তি হল দুর্বলতার লক্ষণ। মুসলিম উম্মাহর অতীত ইতিহাসে ঐক্যের মাধ্যমে যে সকল সোনালি অধ্যায় রচিত হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে, ইসলামী সভ্যতা কেবল ঐক্যবদ্ধ জাতির হাতেই গড়ে উঠেছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মতপার্থক্য, গোঁড়ামি ও রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘর্ষ মুসলিম বিশ্বকে কতটা ক্ষতবিক্ষত করেছে। স্পেনে ইসলামী শাসনের পতন, আব্বাসীয় ও উমাইয়ার দ্বন্দ্ব, ওসমানী খিলাফতের বিলুপ্তি—এসবই বিভেদের করুণ ফল। বর্তমানেও উম্মাহর মধ্যে বিভক্তির ফলে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইয়েমেনসহ বহু স্থানে মুসলমানরা দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছে।

এই গবেষণার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে ইসলামের মৌলিক আদর্শে—যেখানে কুরআন ও সুন্নাহই একমাত্র মানদণ্ড, এবং যেখানে পারস্পরিক সহনশীলতা, শিক্ষার প্রসার, দাওয়াহ, আখলাক ও ভ্রাতৃত্বকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। উলামা, নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব একটি ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী এবং মর্যাদাপূর্ণ মুসলিম উম্মাহ গঠন।

ঐক্য মুসলিম উম্মাহর জন্য কোনো বিকল্প নয় বরং এটি অস্তিত্ব ও মর্যাদার রক্ষাকবচ। উম্মাহর ঐক্য শুধু রাজনৈতিক শক্তির জন্য নয়, বরং এটি ইসলামি শিক্ষার প্রচার, সামাজিক স্থিতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং দাওয়াহর কার্যক্রম সফল করার জন্য অপরিহার্য। বিশৃঙ্খলা, হিংসা-বিদ্বেষ এবং দলে-দলে বিভক্ত হয়ে পড়া আল্লাহর স্পষ্ট নিষেধের পরিপন্থী।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের অবশ্যই কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, মাজহাব ও মতপার্থক্যে সহনশীলতা দেখাতে হবে, উলামা ও ইসলামি নেতৃবৃন্দকে ঐক্যের নেতৃত্ব দিতে হবে, এবং শিক্ষা, দাওয়াহ ও আখলাকচর্চার মাধ্যমে উম্মাহর ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। বিদআত, গোমরাহি ও চরমপন্থা পরিহার করে হিদায়াতের সোজা পথে ফিরে আসতে হবে।

আজকের মুসলমানদের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো—এই বৈষম্যপূর্ণ ও বিভক্ত দুনিয়ায় ইসলামের ঐক্য ও সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠা করা। একতাই হলো বিজয়ের মূল চাবিকাঠি, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের দ্বারা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদেরও প্রয়োজন সেই আদর্শকে জীবনে বাস্তবায়ন করা।

সুতরাং, উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব হলো: ইসলামের আলোকে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রতি সচেতন থাকা, পারস্পরিক সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা এবং বিভেদের কারণে যে ভয়াবহতা ঘটে, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে এক কাতারে শামিল হওয়া। এই গবেষণা সেই লক্ষ্যেই একটি বিনীত প্রচেষ্টা—যা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেতনাকে আরও গভীর করবে বলে আশাবাদী।